বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত গ্রন্থাবলী।

CHATTERJEE'S DRAMATIC SERIES.

		মূল্য
No 1.	লহর-লীলা (মিলনান্ত গীতি-নাট্য)	॥০
„ ২.	আক্কেল-সেলামী (সামাজিক প্রহসন)	।৵
„ 3	চপলা (অলৌকিক ঘটনাবলী পূর্ণ ধর্ম্মমূলক মিলনান্ত নাটক, যন্ত্রস্থ)	৸৵

৪ নং নীলমণি সরকারের গলিতে আমার নিকট,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
দোকানে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূহে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

আক্কেল-সেলামী।

(সামাজিক প্রহসন)

কলিকাতা,

৩ নং নীলমণি সরকারের গলি হইতে

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ও

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CHATTERJEE'S DRAMATIC SERIES No. 2.

কলিকাতা, ৬ নং ভীমঘোষের লেন,

গ্রেট ইডেন প্রেসে,

শ্রী সি, নন্দ এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

উৎসর্গ।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ

সুহৃদ্বরেষু—

"ঠাকুর্দ্দাদা",

বড় ভালবাস ভাই, তাই সঁপিবারে চাই,

এ মম সামান্য গ্রন্থ করযুগে তব।

প্রণয়ের স্মৃতি বলি, রেখ এক পাশে ফেলি,—

যে প্রেমের ডোরে বাঁধা চিরদিন রব।

কলিকাতা।
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

তোমারই
ললিত।

প্রহসনোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রামকমল বসু	... ...	জনৈক ধনী কায়স্থ।
মিঃ এস, কে, বসু কালীকুমার বসু	... ...	ঐ পুত্রদ্বয়।
হরি	... ...	জনৈক গুলিখোর।
শিবনাথ সিদ্ধেশ্বর	... ...	মাতালদ্বয়।
বটু খুড়ো	... ...	প্রতিবাসী।

আড্ডাধারী, গুলিখোরগণ, পথের জলপানওয়ালা, বেহারা,
ফুলওয়ালা, উড়িয়াগণ, পাহারাওয়ালা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

প্রসন্নময়ী	... ...	রামকমলের গৃহিণী।
প্রমদা	... ...	ঐ কন্যা।
বিমলা	... ...	মিঃ বসুর স্ত্রী।
সরলা	... ...	কালীকুমারের স্ত্রী।
বামা	... ...	ঝী।
মিসেস্ এলেন বসু	... ...	মিঃ বসুর বিলাতী স্ত্রী।

ফুলওয়ালী, রঙ্গিণীগণ, নটীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

রঙ্গালয়ের সম্মুখ।

রঙ্গিণীগণ।

রং সেজে সব রং দেখাতে, পাঁচ জনে এ মেলা করি।
কুকথা কয় কুলোক স্বধু, মন্দ ভেবে সন্দ করি॥
তুষিতে মন করি যতন, দেখিয়ে খেলা মনের মতন,
কপাল দোষে কুনাম ঘোষে,
তাইতে প্রাণে বাজে ভারি॥
ক'রলে যতন মনের মতন, অতল জলে পাবে রতন,
মাটির মাঝে হীরার খনি, পদ্ম—যেথা ময়লা বারি।
নট নটী এক সাথে মিলে, ভাবের খেলা দেখাই খেলে।
বারাঙ্গনার রঙ্গ ব'লে, যেও নাকো ঘৃণায় ফিরি॥

আক্কেল-সেলামী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—গুলির আড্ডা।
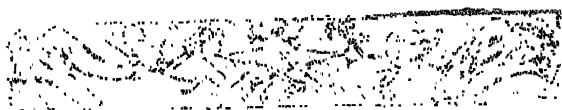
আড্ডাধারী ও গুলিখোরগণ।

১ম গুলি। যে বাদলা নেমেছে খুড়ো, বুঝেছ, আর ত পথ চলা যায় না, বুঝেছ; ভগবানের বাবা আমাদের ওপরই যত রাগ, বুঝেছ।

২য় গুলি। বাদলের কথায় কাজ কি বাবা, আমাদের যা হ'ক মাগীগুলো কিন্তু বেঁচে গেল, কেমন কি না?

৩য় গুলি। কিসে রে কিসে?

২য় গুলি। এখান থেকে গঙ্গা প্রায় আধক্রোশ ছিল, কেমন কি না? এত দিন মাগীগুলোকে এই পথটা হাঁটতে হ'ত কেমন কি না? এখন খিড়কিতে বেরুলেই গঙ্গা, কেমন কি না?

৩য় গুলি। (সভয়ে) এ কি কথা বাবা? নেশা চোটে গেল যে।

২য় গুলি। মুখুয্যেদের পুকুর ভেসে গিয়ে, কেমন কি না? গঙ্গার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, কেমন কি না? কাল সকালে দেখি দুখানা মানওয়ারী জাহাজ খেজুর গাছের তলায় আটকে রয়েছে, কেমন কি না? প্রথমটা মনে হ'ল সেখানে বুঝি জল আছে, গিয়ে দেখি তা নয়, কেমন কি না? আমি ত টপ্ করে উঠে পড়লুম, কত কি যে রয়েছে খুড়ো, কেমন কি না, সে আর কি বলবো। মানুষগুলো সব মরে গিয়ে আকাশে উড়ছে, কেউ কোথাও নেই, কেমন কি না? কি নেব, কত নেব,—শেষকালে এই আথের টিকলিগুলি নিয়েই ছুট্, কেমন কি না? পথে আবার চাঁড়ালদের কুকুরটা তেড়ে এল, হোঁচট খেয়ে পড়ে ভাসতে ভাসতে বাড়ী পৌঁছুলুম, শেষ গিন্নির ঝাঁটার চোটে নেশা চটে গেল।

৩য় গুলি। তাইত ভাই, কি হবে? গঙ্গা এত কাছে এল, নৌকো টৌক জাহাজ টাহাজ যদি আসে, গোরা মাল্লাদের চেঁচামেচিতে যে বাবা নেশা চটে যাবে, নির্ব্বিরোধি আমরা, আমাদের ওপর এ জুলুম কেন বাবা?

৪র্থ গুলি। খুড়ো, আর আধ ভরি দাও, কিছু হ'ল না বাবা।

১ম গুলি। বাবা বুঝেছ, বাদলায় এবার যে কি হচ্ছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না বুঝেছ? আমার ভাঁড়ার ঘরের চালটা একটু পুরণো হয়েছে বুঝেছ? একটু জল পড়ে, পুরণো একটা আম-কাঠের সিন্দুক সেই ঘরে আছে বুঝেছ? সেইটের ওপর দুদিন

একটু জল পড়ে, বুঝেছ? তার ৩।৪ দিন পরে দেখি দিব্বি একটা পাকা বোম্বাই আম ফ'লে রয়েছে বুঝেছ?

২য় গুলি। খুড়ো! আজ বাবা ছিটেয় তেমন তলপ নেই কেমন কি না? তুমি কি বাবা দিন দিন ভিমরতি হচ্ছ?

আড্ডাধারী। কেন বাবা একই মিস্ত্রী, একই মশলা, মালে দোষ হবে কেন যাদু? নেশা একটু বেশী হয়েছে কি বাবা?

২য় গুলি। হুঁ নেশা—আজ বলে মৌতাতই হচ্ছে না, কেমন কি না?

আড্ডাধারী। হ্যাঁরা আজ রামকমলের এত দেরি হচ্ছে কেন বলতে পারিস?

২য় গুলি। কি করে জানব বাবা? বোধ হয় তাঁর জগদম্বা কিঞ্চিৎ বিষ ঝেড়েছেন কেমন কি না?

আড্ডাধারী। লোকটার বেশ দুপয়সা আছে, কোথায় স্ফূর্ত্তি করবে, রাজা উজির মারবে, তা নয়, মাগের ভয়েই অস্থির।

(রামকমলের প্রবেশ।)

এই যে নাম করতে করতেই, বাবা বাঁচবে অনেক দিন।

রাম। আমরা না বাঁচলে, ওর নাম কি, দুনিয়া গুলজার করবে কে বাবা? ওর নাম কি এখন কে নাম করছিলে বল ত?

আড্ডাধারী। এই আমিই জিজ্ঞাসা করছিলাম, রামকমল এখনও এল না কেন?

রাম। আর খুড়ো, ওর নাম কি, সে কথায় আর কাজ নেই বাবা। আমার সেই গুয়োটা আজ এসে পৌঁছুবে; ব্যাটা আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে ওর নাম কি, বিলেত পালাল,—শেষ

পড়া শিখবে,—বিলেত না গেলে কি হয় না বাবা ? এই ত বাবা ওর নাম কি, আমরাও এক একটা বিদ্যের জাহাজ ।

আড্ডাধারী । তার আর ভুল কি বাবা, আমার এটা নব-রঙ্গের সঙ্গ,—জান না বাবা কবি বলে গিয়েছে ;—

(যেবা) গুলি, গাঁজা, চরস ও অহিফেন খায় ।
স্বশরীরে স্বর্ণ রথে স্বর্গে চলে যায় ॥
বিদ্যার কি কব কথা সরস্বতী হারে ।
মনে মনে ত্রিভুবন নিজে সৃষ্টি করে ॥

রাম । আ-হা-হা ! খুড়ো, ওর নাম কি, তোমার কি বিদ্যের জোড় ! তা যা হোক, ওর নাম কি, সেই ছোঁড়াটা ত আজ পৌঁছবে । গিন্নি বলছিলেন যে তোমার, ওর নাম, কি এ গুলো কি আর সাজে ? ছেলে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, ওর নাম কি একটা মানুষের মত হয়েছে ; এ রকম দেখলে সে কি আর মানবে ? সে কি কিছুতে বোঝে বাবা ! শোনে, ওর নাম কি, দেখায় রেগে, পিঠটা ভেঙে, যা কতক ঝেঁটিয়ে দিন ; পিঠটা বড় জ্বালা করছে বাবা ; ভরি দুই, ওর নাম কি, দাও দিকি, সেইটা একটু ভাঙ্গা হ'ক ।

আড্ডাধারী । দেব বই কি বাবা, তোড় জোড় গুলো নিয়ে এস ।

রাম । (চালে অন্বেষণ করিয়া) খুড়ো, এ কি বাবা ? (মাথায় হাত দিয়া উপবেশন ।)

আড্ডাধারী । কিরে কিরে কি হলরে ? কিছু কামড়ালো নাকি বাবা ?

রাম । আর বাবা ! কামড়ান, ওর নাম কি, যে ওর চেয়ে ভাল ; আমার সাত রাজার ধনটা কে নিলে বাবা ?

আড্ডাধারী। কে তোর কি নিলে বাবা?

রাম। আমার নেঙ্গটী?

আড্ডাধারী। আর কি হবে? কোন শালা বোধ হয় চক্ষুদান দিয়েছে, যাক এই আর একটা নে।

২য় গুলি। বাবা, লড়াই যে লেগেছে, কেমন কি না, তার আর কথায় কাজ নেই। বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার দেখতে না দেখতে কাত হ'ল, উঃ বাবা কি দৌড়, উঠে ত পড়ে।

আড্ডাধারী। কি হয়েছে রে মধো? অত বক্‌ছিস কেন বাবা?

২য় গুলি। বাতাসার চাট একটু ভেঙ্গে মাটিতে পড়েছিল কেমন কি না? ডশ্যালা পিঁপড়ে এসে তাই চুরি করবার মতলব করছিল, কেমন কি না? ওরে বাবা, তার পরে বিশহাজার ফৌজ এসে লড়াই বাধিয়ে দিলে, কেমন কি না? ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হ'লো, হেরে সব পালাচ্ছে দেখ না।

(যদুখুড়োর প্রবেশ।)

যদু। কি বাবা, কোন রাজার সঙ্গে কোন রাজার লড়াই বাধালে?

আড্ডাধারী। এই যে যদুখুড়ো, কি মনে করে বাবা?

যদু। কিছু রেস্ত পাবার ইচ্ছে কর বাবা, ত আমার সঙ্গে ৪ জন লোক দাও। আমাদের পাড়ার ঘোষ গিন্নি কাল রাত্রে মারা গেছে, কাশরোগ ছিল কি না, কেউ ছুঁতে চাচ্ছে না।

আড্ডাধারী। মাগীর ত কেউ নেই, কে ছোঁবে বাবা? আমরা ত পারব না।

বং। কেন ভয় খাচ্ছ বাবা? কোন ভয় নেই, তোমাদের কি কিছু হবার যো টী আছে? তোমাদের দেহে রোগ প্রবেশ করবে কোথা দিয়ে বল? মা ধূমাবতীর আশীর্ব্বাদে নবদ্বার একবারে বন্ধ। সর্ব্ব শরীরটাই যে গ্যাস কোম্পানীর ডিপো; কোন দিন বেলুন হয়ে উড়ে যাবে। চল এখন রেস্তর জন্ত ভাবতে হবে না আমি দেব।

রাম। কি বাবা—আবার শমন না কি? ওর নাম কি মিন্সির কি আশ মেটে না বাবা? আর ও কি দু এক পা দেবেন ব'লে ডাকছেন না কি?

বড়। কে রামকমল না কি? এক কোণে বসে কি করছ বাবা? রাজা উজীর মারছ? বেশ, তোমার পয়সার অভাব কি? কিসের দুঃখ বাবা তোমার? এত জিনিস থাকতে গুলি খেতে আরম্ভ করলে কেন বল দেখি? শরীর পানে চেয়ে দেখ দেখি কি হয়েছে।

রাম। বাবা কত পয়সা খরচ করে? গুরু নাম নি, দেহের এ ভাব দাঁড় করিয়েছি বল দেখি?

বড়। বাঃ বেহায়া, আবার কথা কয়।

আড্ডাধারী। দেখ বড়খুড়ো! আমার এখানে লোক টোক পাবে না বাবা, পথ দেখ। খামকা কেন ভদ্রলোকের ছেলেকে অপমান করছ বল দেখি?

বড়। (স্বগত) ইস্ তাইত, করলুম কি? (প্রকাশ্যে) না বাবা আমি ওকে বড় ভালবাসি কি না, তাই দুটো ঠাট্টা করলুম, তোমরা সব কেমন লোক; কোন দুঃখ নেই, প্রাণ সব সাদা: দাও বাবা চারজন লোক দাও।

আড্ডাধারী। আর কি করবো? ওরে যা তোরা দিন চারেক যা।

(তোড় জোড় মেক প্রভৃতি রাখিয়া চারজন গুলিখোর ও যদুখুড়োর প্রস্থানোদ্যোগ, অপর দিক হইতে বেগে হরির প্রবেশ।)

হরি। (মাটিতে পড়িয়া) দোহাই কোম্পানির, বাবা দোহাই কোম্পানির, আমি কিছু জানিনা বাবা। কই বাবা আড্ডাধারীখুড়ো প্রাণটা যে গেল, বাঁচাও বাবা।

যদু। এ কি ব্যাপার? মলো না কি?

আড্ডাধারী। কি হয়েছে রে হরে কি হয়েছে? অমন কচ্ছিস্ কেন বাবা?

হরি। বাবা মিথে আর শিবে গুটোর মদ খেয়ে নেশায় তাড়া লাগিয়েছে; বলে, "কামড়াবো," দোহাই বাবা তোমার, তাদের আসতে দিও না।

যদু। ও: রক্ষে! আমি মনে করলুম বুঝি ভূতে পেয়েছে। এখন এস আমরা যাই।

৩য় গুলি। খুড়ো, কি ক'রে যাব বাবা যদি কামড়ায়?

যদু। ভয় নেই বাবা আমি সঙ্গে আছি। আমরা ওদিক দিয়ে যাব না, এস।

[যদুখুড়ো ও চারিজন গুলিখোরের প্রস্থান।

আড্ডাধারী। হরে, ওঠ্ বাবা ভয় কি? তারা এত দূর আসেনি, চল সঙ্গে হ'য়ে ঘরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—পথ।

(শিবনাথ ও সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।)

গীত।

তোর অভয় চরণ পূজো করে, কি সুধা পেয়েছি তারা।
(ওমা) ভবের খেলায় ভাব লেগেছে,
হয়ে গেছি দিশে হারা॥
পান করে মা সুরেশ্বরী, ভুলে যাই মা ভবের জ্বালা,
বিষ্ঠা চন্দন সমান হয় মা, প্রাণটা করে তা-রা-রা-রা॥
পগারেতে পড়ে যখন, লাগে মা খোঁয়াড়ির তাড়া,
তখন আঁজলা পুরে তৃপ্তি করে,
খাই মা পেঁকো জলের ধারা॥

সিদ্ধে। শিবে, তোকে নিয়ে ভাই আমোদ হয় না, শ্যালা পেঁচি মাতাল কি না, ছুচোক না খেতে খেতেই কাত।

শিব। বাবা, আর যা বল তা বল ঐ "পেঁচি" কথাটা বল'না, ছুটো বাপান্ত কর প্রাণ ধরে তাও সইতে পারি, কিন্তু বাবা ও কথাটী নয়।

সিদ্ধে। তোকে বলি—না তোর আক্কেলকে বলি, এই সেদিন শ্যামদাস বৈরাগী শ্যালাকে নিয়ে কত রগড়ই না জানি করতুম, তুই শ্যালাই ত সব মাটি করলি।

শিব। তুই শ্যালা ছ্যাচড়া মাতাল কি না, তাই বৈরাগীকে

নিয়ে তার তেলক চাটবি, টিকি কাটবি,—আর আমার বলিস্ "পেঁচি"।

সিদ্ধে। আমোদ করতেও শিখলিনি, আমোদ কাকে বলে তাও জানলিনি, মদ খেয়ে, একটু টলতে টলতে যেয়ে মানুষের বাড়ী গেলেই কি বাবা ফুর্ত্তি হ'ল।

শিব। দুর শ্যালা তুই এ আমোদের মর্ম্ম কি বুঝবি ?

সিদ্ধে। দ্যাখ শিবে, সেদিন ও পাড়ার গুলির আড্ডার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলুম। টলতে টলতে একটু তেরি মেরি করতেই সব শ্যালা ছুট, ওঠে ত পড়ে, একেবারে আড্ডার ভেতর, আর গেলুম না, আড্ডাধারী শালা যে ষণ্ডা, কি জানি বাবা, পাঁচ সাত শ্যালায় পড়ে যদি অভিমন্যু বধটাই করে ফেলে, শেষ কি বাবা বেঘোরে প্রাণটা যাবে ?

শিব। হ্যাঁ বাবা, গুলিখোরদের সঙ্গে লাগলে একটু মজা হয় বটে ; মদ আর গুলি ছুটোয় কেমন বোনলো না, যেন ছুই বৈমাত্র ভাই।

সিদ্ধে। ওরে বোসেদের রামকমল আর সেই হরে, ছশ্যালায় আসছে, আয় বাবা একটা মজা করি, একটা পার্ট রিহার্সাল দিয়ে নাও দেখি বাজু।

শিব। রিহার্সাল আবার কি দেব বাবা ?

সিদ্ধে। আমি রাস্তার এই দিকে থাকি আর তুই ও দিকে থাক, ছজন যেন দড়ি পাকাচ্ছি, এমনি করবি বুঝলি ? (উভয়ে দড়ি পাকানর মত ভঙ্গি করণ।)

(দূরে রামকমল ও হরির প্রবেশ।)

হরি। রাম দা, গতিক ভাল নয় বাবা ; কে ছজন দুশমন

চেহারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দড়ি পাকাচ্ছে, বাবা মাতাল গুাঁজারা ত নয়।

রাম। ভয় কি যাদু, আয় না চলে, ওর নাম কি, আয় না বাবা, কাকুতি মিনতি করে বলব এখন, ওর নাম কি পথ ছেড়ে দেবে।

হরি। জান না বাবা, ওরা যে ছেলেই নয়। প্রাণের ভয় যদি থাকে ত যেও না। আমি ত বাবা যাচ্ছি না, আমার পিলের পাত, কি জানি বাবা, চাটটা আপটা যদি মারে, ত প্রাণটা এইখানে রেখে বাড়ী যেতে হবে।

রাম। ভয় কি? আয় না, না হয় দড়ি ডিঙ্গিয়ে যাব, ওর নাম কি, আয় না যাদু আয়, ভয় করলে কি চলে বাবা? (হরির হস্তধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া) বাবা মুস্কিল আশান ওর নাম কি, দড়িটা সরিয়ে নিয়ে একটু পথ দাও না বাবা। বুড়ো মানুষ, ওর নাম কি, পায়ে বেধে শেষ কি পড়ে গিয়ে প্রাণটা হারাব?

হরি। রাম দা, কাজ নেই ভাই আড্ডায় ফিরে যাই চল।

সিক্কে। চুপ রও ইউ ড্যাম শুয়ার্।

হরি। রাম দা কামড়াবে বাবা, দেখছ না ড্যাম ড্যামা ড্যাম করছে।

রাম। ভয় নেই বাবা ভয় নেই, ওর নাম কি, একটু পথ দাও না রাজা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই, দোহাই তোমার, ওর নাম কি, একটু কৃপা কর বাবা, ছেড়ে দাও বাবা।

শিব। কে বাবা বাঙ্গস লাঞ্ছিত স্বরে বিরহ গান ধরেছ, গরজ থাকে ত ডিঙ্গিয়ে যাও না যাদু, আমরা ত ধরে রাখিনি।

রাম। একবার সরালে কি কিছু ক্ষতি হবে? ওর নাম কি, একবার একটু এক পাশ হও না বাছু, এ:কে চথে, ওর নাম কি, দেখতে পাই না, তায় এই সন্ধ্যা হোয়ে এল; ওর নাম কি, শেষকালে কি ভর সন্ধ্যার সময় অপঘাতে প্রাণটা বাজে খরচ করবো?

সিদ্ধে। চোপ রও হউ ক্রুটু, তোদের প্রাণ গেলেই কি আর থাকলেই কি? প্রাণ যাবে বলে অত ভারিকি হচ্ছ কেন বাবা? তোমাদের প্রাণে ত জগতের কোন ও উপকারই হবে না?

রাম। অত চেঁচিও না বাবা, আমার আড়াই ভরির মৌতাত টুকু মাটি হয়ে যাবে। দোহাই তোমার, একটু নামিয়ে ধর।

সিদ্ধে। আচ্ছা যা বাবা যা।

(দড়ি নামানর ভঙ্গিকরণ, রামকমল ও হরির গমনোদ্যোগ,
সেই সময় দড়ি টানিবার ভঙ্গি করণ, উভয়ের
পতন এবং শিবনাথ ও সিদ্ধেশ্বরের
ঘোরতর হাস্য।)

রাম। বাবা, দোহাই তোমাদের, বুড়ো বয়সে আর, ওর নাম কি, প্রাণে মের না, যেতে দাও বাবা দোহাই তোমাদের!

শিব। আঁ—কামড়ার—ওয়াক—

সিদ্ধে। শিবে. আয় বাবা গুলিখোরের মাংস বড় মিষ্টি, নেশায় জরে আছে কি না, রংএর মুখে লাগবে ভাল।

হরি। দোহাই বাবা, আমি একলা মার এক ছেলে, রক্ষে কর বাবা, আমি কিছু জানি না বাবা দোহাই বাবা।

[বেগে পলায়ন।

রাম। হরে তোর মনে কি এই ছিল বাবা? বুড়োকে ছুটো

ষণ্ডামার্কের হাতে ফেলে পালালি? দোহাই বাবা, যেতে দাও বাবা,—

[বেগে পলায়ন।

শিবে ও নিধে। কোথায় যাবি শালারা?—আজ গুলিখোর খাব।

[বেগে প্রস্থান।

(সখের জলপানওয়ালার প্রবেশ।)

গীত।

টাট্‌কা ভাজা, গরম গরম সখের জলপান।
রংএর মুখে লাগে মজা, নেচে ওঠে প্রাণ॥
গরম খোলা চড়িয়ে সাঁঝে, মুদিনী আপনি ভাজে;
দেয় সে বেঁটে এঁটে সেঁটে, যে জন যত চান॥
সখের বাবু যে জন আছে,
চাইলে খাবার যাই গো বেচে;
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না হবে হতমান॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রামকমলের বাটী—প্রাঙ্গণ।

প্রমদা, বিমলা ও সরলা।

প্রমদা। বড় বৌ! এত কালের পরে,
আমার দাদা আসছেন ঘরে,
চল্ চল্ ভাই সন্ধে হ'ল, আসবি গা টা ধুয়ে।
চুল গোছাটি যত্নে বেঁধে,
রূপের ডালি ধস্‌বি ফেঁদে,
চাঁদ মুখের ও শোভা হেরে, থাকবে অবাক্ হয়ে॥

বিমলা। ইস্, ঠাকুর্ঝির যে আজ আর আহ্লাদ ধরে না। নাগর আসছে কি না, তা আর কি বলে,—আমার ওপর ঠেস্ দিয়ে ছুটো ছড়া ব'লে নিলে. না লা ছোট বৌ?

প্রমদা। থাক্‌না মেনে, আপন মনে আপনি ভোর হয়ে।
ভাবছ সদা মনটি দাদার ভোলাবে কি দিয়ে॥
এ রং ত নূতন নয় ভাই. আমারও দিন ছিল।
বিরহের পর নূতন মিলন কতই লাগে ভাল॥

সরলা। সত্যি ঠাকুরঝি, তোমার আজ এত আমোদ কেন হয়েছে ভাই?

বিমলা। ওলো, বুঝতে পারিস্ নে?
এত দিনের পর আস্‌ছে কি না ভাই,
তাইতে রসে ডগমগ উঠ্‌ছে প্রেমের হাই॥

প্রমদা। ওলো! দম্ভ এত তোর,
উথলে ওঠে প্রেমের জোয়ার তাই এত গুমোর॥
ভাইটি আমার বিলেত থেকে আসছে সাহেব হয়ে।
হাতটি ধ'রে সোহাগ ভরে বেড়াবে লো নিয়ে॥
আলতা পরা পা দুটিতে পরবি লো সই বুট।
সোণার বরন অঙ্গে আহা আঁটবি ইভনিং স্যুট॥
পালক ঝোলক আঁটা আহা ধুচুনী মাথায় দিয়ে।
সাঁঝের বেলা হাওয়া খাবি গড়ের মাঠে গিয়ে॥

বিমলা। সত্যি ভাই, কি ক'রে বল দেখি। শুনেছি নাকি বিলেত গেলে শোর গরু খায়; আমার ভাই, মন্তর হয়েছে, সাত ব্রত করি, কি ক'রে ভাই তাঁর সঙ্গে বনবে?

প্রমদা। তুই যেমন নেকি, শোর গরু কেন খেতে যাবে লা?

(প্রসন্নময়ীর প্রবেশ।)

প্রসন্ন। ওমা! তোরা এখনও এখানে বসে রয়েছিস? পাজি মেয়ে, যা হোক মা, বলি একটু কি মানতে নেই বাছা? কেবা কে কা'কে বলে! এ কালের মেয়েগুলো সব কেমন এক রকম; আমরা ত শাশুড়ীকে দেখলে যম ডরাতুম। আসুক আজ, দেখে নেব, বলবো,—এ সব ত আর আমার সয় না; হয় এর একটা বিহিত কর, আর না হয় আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। ওমা! আজ আমার সুরেন আসবে, কোথায় সকাল সকাল গা টা ধুয়ে এসে বিছানা টিছানা গুলো করবি, তা নয়, ভর সন্ধে বেলা সব বসে বসে ছড়া কাটান হচ্ছে। মরণও হয় না মা, যে বাঁচি।

প্রমদা। কেন মা রাগ কচ্ছ? যাও না বাছা তুমি, আমরা এই এলুম বলে।

প্রসন্ন। রাগ করবো না? হারামজাদিরে! সব রং শিখেছেন, রং এর পর এত থাকবে কোথায় লা? যা সব, সিগ্‌গির যদি না আসিস্ ত টের পাবি মজা।

(বামার প্রবেশ।)

বামা। ওমা দেখে যাও মা দেখে যাও, তোমার সোণার ছেলে কি রকম বাঁদর সেজে এসেছে।

প্রসন্ন। আ মর আবাগী, ওকি কথা লা? কত কালের পর ছেলে আসছে, তা কি এই কথাই বলতে হয়?

বামা। ও আমার পোড়া কপাল! দেখ না মা তোমার কি ছেলে কি হয়ে এসেছে!

(মিষ্টার বসু ও কালীকুমারের প্রবেশ।)

মিঃ বসু। Good evening, good old lady,—so I have come back to you at last, and after a long time too.

(প্রসন্নময়ীর হস্ত ধরিয়া Shake-hand করণ।)

প্রসন্ন। ও কি কথা বাবা? ও স্থরো! আমি যে তোর মা, আমি কি ইঞ্জিরি জানি বাবা? হাতটা ছাড়, ও বাবা! ওঃ নড়াটা ছিঁড়ে গেল যে।

মিঃ বসু। Well Promoda! my beloved girl, why are you so shy? kiss me, kiss your beloved brother, and allow me to kiss your sweet face. (প্রমদাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন।)

প্রমদা। (জড় সড় হইয়া) ওমা একি গো! ওমা একি গো!

প্রসন্ন। ওমা তাইত! ও ঘুরো এ কিরে? এত বিদ্যে শিখে কি বাবা এই জ্ঞান হল? অত বড় সোমত্ত বোনকে কি কেউ চুমো খায় বাবা? ছি ছি ছি ছি,—

মিঃ বসু। কেন না? তুমি এমন কথা বলিতেছেন কেন? আমাদের বিলাতে sisterকে kiss করলে ত কোনও দোষ দেখা যায় না; তোমাদের dam native system হামি মানে না।

প্রসন্ন। ছি বাবা, হিন্দুর ছেলে হিন্দুয়ানী মানবে নাকি?

কালি। মা কেন বকছো? দাদার এখন মাথার ঠিক নেই, কিছু খাবার যোগাড় করে দাও দেখি, শরীরটা ঠাণ্ডা হ'ক। যাও, ও ঘরে একখানা ঠাঁই করে দাও।

মিঃ বসু। হামি কুছ খাবে না; তোমাদের native খাবার হামার ভালো লাগে না। মা, কোণের কাছে কাপড় ঢাকা দিয়া কিনি দাঁড়াইয়া আছেন, কে হন উনি আমাদের? যদি কোনও objection না থাকে তো হামার সাথে introduce করে দেও, হামি লেডি লোকের সাথে আলাপ করিতে বড় like করে।

কালি। ছি ছি ছি ছি, জ্ঞান বুদ্ধি সবই কি হারিয়েছেন?

প্রসন্ন। এটি তোমার ভাদ্র বউ, কালির পরিবার।

মিঃ বসু। কালির স্ত্রী? আমার বড় আদরের সামগ্রী। Oh my beloved girl, excuse me, I did not notice you so long. Come, let us shake hands, and let me have a look at your sweet face.

(সরলার দিকে গমন, সরলা ও বিমলার মুখে
কাপড় দিয়া পলায়ন।)

প্রসন্ন। ওমা! তুই হ'লি কি বাবা? ভাদ্রবউকে কি ছুঁতে আছে? আয় এখন কিছু খাবি আয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বিমলার কক্ষ।

বিমলা ও প্রমদা।

বিমলা। কি হ'বে ঠাকুর ঝি? উনি ত আর হিঁদুর মত নন, আর যে হিঁদু হ'বেন তাও ত বোধ হয় না; কি ক'রে ঘর ক'রব ভাই? আমিত ও ম্লেচ্ছপনা সইতে পারব না।

প্রমদা। আমি ত ভাই মরে গেছি, আমার আর জ্ঞান গোচর কিছু নেই; তোকে কি পরামর্শ দেব কিছু ভেবে পাচ্ছি না। আমার সোণার দাদা, পোড়া দেশে গিয়ে একটী বনমানুষ হ'য়ে এসেছে; ওমা কি ঘেন্না! ছি ছি ছি ছি, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বিমলা। তা ভাই বেশ কথা ত; আমি ঘর করতে পারব না ত, আর তুইই বা তোর ভাইকে কি করে ফেলবি, তা কেন তুই ওকে নিয়ে ঘর কর্ না?

প্রমদা। যাঃ, তোর ভাই সকল কথাতেই রঙ্গ!

(বামার প্রবেশ।)

বামা। আর শুনেছ বউ-দিদি, দাদাবাবুর,—থুড়ি, দাদা-সাহেবের সঙ্গে এক ছুঁড়ি মেম এসেছে। ওমা! কি হ'বে গো? উকাড়ি মিকুড়ি আঁটা, চুলগুল সব ছাঁটা, ঝুটুনি মাথার পরা, মুখে চুরট ধরা, চশমা আঁটা চখে, এদিক ওদিক দেখে, ওমা গন্ধ কিবা গায়, ভূত ছেড়ে পালায়, ওমা কি হ'বে গা? এ হিঁদুর সংসারে মেম নিয়ে কি ক'রে ঘর ক'রবে গা? আমি ত বাছা পারব নি, সব বুঝে সুঝে নাও আমার বেহাই দাও।

বিমলা। মেম আবার কাকে দেখ্‌লি লা? মাগী যেন নেকা।

বামা। ওমা! আমার কি হ'বে গো? সেদিনকার মেয়ে সেও আমায় মুখ নাড়া দেবে? আমার বাছা আর পোষাবে না; যাই আমি গিন্নীর কাছে, কোন্ পাপী আর এ সংসারে থাকে।

[ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

(মিঃ বসুর প্রবেশ।)

মিঃ বসু। Good evening Bimala, I have come to bid you,—Oh, you don't understand English, বিমলা, উড্রম দক্ষা, হামি আসিয়াছে টোমার পাশ বিডায় লইটে। ডেকো, হামি এখন enlightened হইয়াছে, টুমি native, টোমার সাঠে হামার মিল হইটে পারে না। এখন হামার ওয়াইফ মিসেস্ এলেন বাসু। টোমার সাঠে হামার আর কোনও সম্পার্ক ঠাকিটে পারে না।

প্রমদা। ওকি কথা দাদা? আগুন সাক্ষী ক'রে বউ-দিদিকে বে ক'রেছ, তা'কে কি ত্যাগ ক'রতে আছে? ত্যাগ করবার ত তোমার কোনও ক্ষমতা নেই।

মিঃ বসু। টোমরা হিণ্ডু, হামি Europe ভ্রমণ করিয়া এখন European হইয়াছে; টোমাডের সাঠে হামার মিল হইটে পারে না। Dam your আগুন, হামি পুটুল ডেবটাকে মানে না; চাল হাটি, ডল হাটি কখন ডেবটা হইটে পারে না। বাস্কেট হইটে পারে। Now good-bye ([illegible])

বিমলা। এতকাল তোমার পথ পানে চেয়েছিলুম, তার কি এই প্রতিফল? ঠাকুর দেবতার কাছে তোমার জন্যে কত মেনেছি, তা কি এসেই ত্যাগ করবে বলে? তুমি মেম নিয়ে থাকবে ব'লে নিশ্চিন্দি হ'য়ে, আমি ত তোমা বই জানি না। তোমার পায়ে পড়ি, ওরকম মতি গতিগুল ত্যাগ কর; তুমি দেবতা, তোমাকে বোঝান আমার সাধ্য নয়। প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার হিন্দু হও, আমরা আবার যেমন ছিলেম তেমনি থাকি।

মিঃ বসু। Hang your prejudiced idea প্রায়শ্চিট্ কি? হামি native ডেবটা সকল মানে না। টোমার সাঠেও হামার মিল হইটে পারে না। হামি ডোমরা সাডি করিয়াছে; যডি ইচ্ছা হয়, টুমি বি ডুসরা সাডি করিটে পারে, হামার কোনও objection নাই। Oh my God! Ellen is growing impatient, what am I doing? Good-bye, Good-bye Promoda, my beloved girl.

[প্রস্থান।

বিমলা। ঠাকুরঝি কি হবে ভাই? আমার পোড়া কপাল আরও পুড়লো।

প্রমদা। যা হ'বার তা ত হ'ল, কিন্তু মেম নিয়ে ঘর করা বাঙ্গালীর কাজ নয়। আজ তুই পায়ে ধরলি, উনি ফেলে চলে

গেলেন; আবার একদিন উনিই এসে তোর পায়ে ধরবেন। কাঁদিস্‌নে ভাই, আয়। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বিডন উদ্যান।

রঙ্গিনীগণ।

গীত।

ভবের ভাবে ভোর হ'য়ে সব বেড়াই কেমন ঘুরে ফিরে।
ধরা দেখি সরার মতন, নয়নে ধরে না কা'রে॥
একটুখানি আশার নেশা, প্রাণের মাঝে করলে বাসা,
আপন ভুলে যাই চলে হায়, সুপথ কুপথ না চাই ফিরে;
প্রাণ সঁপি সবে শঠের পায়ে, আপন জনে রেখে দূরে॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রামকমলের বৈঠকখানা।

রামকমল ও হরি।

রাম। হরি বড় ভয় কচ্ছে বাবা।

হরি। (সভয়ে) কেন বাবা, শিবে আসছে না কি?

রাম। গুয়োটা ত, ওর নাম কি, এতদিনের পর এল, দেখলে ত বাবা প্যান্টুলসটুল পরে চেহারাটা দাঁড়িয়েছে যেন মর্কট বাচ্চা,

ইঙ্গিরি বুলি ত বাবা বুঝি না, ধান ভাস্তে যদি, ওর নাম কি, শিবের গীত এনে ফেলি শেষ চাটটা আস্‌টা মারবে না ত বাবা ?

হরি। ভয় কি বাবা ? তোমার ছেলে ত ?

রাম। বাবা ছেলে এককালে ছিল বটে, এখন সে বাবা, ওর নাম কি, "বাবা" হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হরি। লক্ষ্মী বাপ আমার একটা, ওর নাম কি, কথা ব'লব শুনবি বাবা ?

হরি। কি বলবে বলনা বাবা, বুঝেই দেখি পারব কি না।

রাম। তুই,—আমি হ'য়ে, ওর নাম কি, ব্যাটার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারবি ? আমার ত বাবা দেহটা কীম হ'য়ে আসছে।

(যদুখুড়োর প্রবেশ।)

যদু। কি গো রামকমল, সুরেন এসেছে না কি ?

রাম। এসেছে ত বাবা, কিন্তু, ওর নাম কি, না আসাই যে ছিল ভাল।

যদু। হাঁ, বাপ বটে ; ছেলে বিলেত থেকে একটা মানুষের মত হ'য়ে এল, কোথায় আমোদ হ'বে, তা নয় বলেন কি না না এলেই হ'ত। বাবা গুলিখোর গুলোকে ভগবান কি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন বলতে পার ?

হরি। সম্ভবত পেয়ারা পাতা আর আফিম দিয়ে।

(মিঃ বসুর প্রবেশ।)

মিঃ বসু।—Good evening old man, I come to bid you good-byc. I think it won't suit me to remain with you in the same house. In the meantime, I may as well tell you, that I am a quite changed

man now, I have married a European lady and I want some money, of course as loan. Now what do you say?

বন্ধু। ও বাবা! এ আবার কে? বাপধন! কিষ্কিন্ধ্যা হতেই কি বরাবর শুভাগমন হচ্ছে?

মিঃ বসু।—Shut up you nigger, I don't like such interruptions.

বন্ধু। ও বাবা! বীরবর! মাতৃভাষাটা ছেড়ে এই অসভ্য বাঙ্গালা ভাষাতেই দুটো কথা কও।

মিঃ বসু।—Silence you brute; (রামকমলের প্রতি) Now you old man what is your reply?

রাম। (সেলাম করিতে করিতে) Yes sir—I sir ওর মানে কি, কিছু sir understand not sir.

মিঃ বসু। (স্বগতঃ) বাঙ্গলা কইলে আর তুমি আমায় মানবে? তবু আধা বাঙ্গলা আধা ইংরেজিতে কথা ক'য়ে দেখি, না হ'লে ত কোনও কাজ হ'বে না। (প্রকাশ্যে) Dam it টুমি আংরেজি কঠা বুঝিটে পারিটেছিস্ না, কিণ্টু হামি টো বাঙ্গলা কঠা সব বুলিয়ে গিয়েছে। All right হামি টোমাকে বাঙ্গলাটে বলিবে; ডেকো, টোমার সাঠে হামি এক স্থানে ঠাকিটে পারে না, হামি এখন একজন respectable gentleman, টোমার সাঠে ঠাকিলে হামায় কেহ খাটির করিবে না। আর ডেকো, হামি একটা মেম সাডি করিয়েছে। উহাকে হামি টোমাডের সঙ্গে রাখিটে পারে না। সেই জন্ত, to begin with, হামি টোমার পাশ কিছু টাকা ঢার হিসাবে লইটে চায়।

রাম। বাবা, আমার ত সার, ওর নাম কি, টাকা ত কিছু নেই সার।

(মিসেস এলেন বস্থর প্রবেশ।)

এলেন।—Now Vasu! my darling! how long will you keep me waiting out-side? Come my dear, I can't wait any longer.

মিঃ বসু।—Oh! I beg your pardon Ellen, I am ready. I fear the old man won't come to terms at once. ডেকো, টুমি বালো করিয়ে think করিয়ে ডেকো, হামি কাল ফের আসিবে।

[এলেন ও মিঃ বসুর প্রস্থান।

যদু। ইস, যা ভেবেছিলেম তা নয়, রামকমল খুব দেখালে বাবা, নিজেও যেমন ছেলেটাও একটা রত্ন বিশেষ হ'য়ে এসেছে।

[প্রস্থান।

রাম। বাবা, আজ ত, ওর নাম কি, বেঁচে গেলুম, আবার কাল না জানি কি হয়।

(প্রসন্নময়ীর প্রবেশ।)

প্রসন্ন। বলি ও মিনষে! দিনকের দিন কি আক্কেল বাড়ছে? আজ সাত বছরের পর ছেলে এল, কোথায় তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ীতে রাখবি, তা নয় ছেড়ে দিলি? আমার মরণও হয় না যা যে বাঁচি। এমন লোকের হাতেও পড়েছিলেম।

রাম। গিন্নি, অত চটো কেন বাবা? ছেলে তোমার, ওর নাম কি, নিজে যেমন বিলেত থেকে তেউড়ে এসেছে, তেমনি

আবার, ওর নাম কি, একটা তেওড়ান মেম সঙ্গে ক'রে এনেছে। বলি বাবা, বল্লে কি শুনবে? দিনকতক যাক্, ওর নাম কি, একটু মাথাটা ঠাণ্ডা হোক, তোমারিত ছেলে, ওর নাম কি, তার আবার বিলিতি হাওয়া গায়ে লেগেছে।

প্রসন্ন। তবেরে হতচ্ছাড়া মিন্সে, আমারই ছেলে তাই খারাপ হয়েছে? আর তুমি বড় ভাল, না? ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝাড়ব জাননা? হতভাগা গুলিখোর! তোমার যতবড় মুখ ততবড় কথা!

রাম। আহা হা! চুপ কর, গিন্নি চুপ কর, কগণ্ডা পয়সা, ওর নাম কি, মাটি হ'ল দেখছি, তোমার পায়ে পড়ি গিন্নি একটু ক্ষেমা ঘেন্না কর। বাবা এই ত দেহ, ওর নাম কি, বেশি দৌড় ঝাঁপ করলে, হাঁফিয়ে টাঁসিয়ে যাবে; স্থির হও বাবা স্থির হও। (চুমকুড়ি প্রদান)

প্রসন্ন। আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা? রোসো তো, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, এসরে আজ দফা রফা করব রোসত।

[প্রস্থান।

রাম। হরি! মরে পড় বাবা, মরে পড়, ওর নাম কি, গতিকটা বড় ভাল নয় বাবা।

হরি। বাবা সার্জ্জন সাহেব, দোহাই তোমার, আমি কিছু জানি না, বাবা, দোহাই তোমার।

রাম। ওরে বাবা কেউ নয়, আমি। চল বাবা পালাই, ওর নাম কি, গতিক বড় ভাল নয়।

হরি। কে বাবা, রামদা! কি হয়েছে বাবা? ফিরে আসছে?

রাম। ওরে মা,—আয়, বলব এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রসন্নময়ীর প্রবেশ।)

প্রসন্ন। কোথায় গেল হতভাগা-মিন্সে? আজ তার যম বার কচ্ছি। ঐ সে, ঐ না? রোসো আজ দুটোরই পিণ্ডি ভাগ ক'রে ছট্‌কাব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—মিঃ বসুর কক্ষ।

মিঃ বসু।

মিঃ বসু। (স্বগত) আমার এত সাধের সাহেবিয়ানা বুঝি শেষ হ'ল। আজ পাঁচ সাত বৎসর practice ক'রেও ত কোনও প্রকারে উন্নতি ক'রতে পারলেম না। ধার ত আর পাওয়া যায় না, বাবার কাছেই ৫।৬ হাজার টাকা ধার হয়ে গেছে, আর এদিক ওদিক, দোকানে, চাকর বাকরদের মাইনেয়, তাও প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা হবে; এখন উপায় কি? কোর্টএ গেলে ত এ হতভাগার দিকে কেউ ফিরেও দেখে না, কোনও দিন ট্রাম-ভাড়াটা জোটে, কোনদিন তাও নয়। অর্দ্ধেকের ওপর establishment ত তাড়িয়ে দিয়েছি, তবুও কুলিয়ে উঠতে পারছি না। উঃ! আজ অনেক কালের পর আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবার সঙ্গে এক সংসারে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কি করি? (চিন্তা)

(বেহারার প্রবেশ।)

এই, আবার শালা এসেছে ; (প্রকাশ্যে) এই ডেকো, হমারা নয়া কোট ডোঠো কাঁহা গিয়া জান্টা ?

বেহারা। নেহি হজুর, হম্ কিস্ তরেসে জানে গা ? নয়া কুর্ত্তা ত হম্ বিল্‌কুল্ দেখাই নেহি। (স্বগতঃ) খানে বিগর মরতা হায়, কুর্ত্তা কাঁহাসে মিলেগা ?

মিঃ বসু। টুম্ আল্‌বট্ জানটা, টুমরা পাশ্ সব কুর্টা রহটা হয়, টুম্ নেহি জানেগা তো আউর কোন্ জানেগা ? যাও, জলডি করো, আবি হাম্ ডোনো কুর্ত্তা মাংটা ; হাম কুছ নেহি শুনেগা. কোট্ নেহি মিল্‌নেসে শ্যালে টোমকো পুলিশ্‌মে ভেজেগা ; যাও জলডি করো।

বেহারা। হম্ হুজুর এইসা জায়গামে কাম্ করনে নেহি সেকেগা ; দো বরষসে হাম্ নোকরি করতা হায়, তলব তো দেড় বরষ্‌সে নেহি মিলা। হাম্‌লোক হুজুর গরিব আদ্‌মি, ইস তরেকা নোকরি করনেসে বাল্‌বাচ্চা খানে বিগর মর যায়গা। মেরা তলব দিজিয়ে হুজুর। নয়া কুর্ত্তা হম্ নেহি দেখা, আগর আপ্ মাংগেঙ্গে তো উসি তলব্‌সে হম্ দুনো কুর্ত্তা খরিদ কর দেঙ্গে। দিজিয়ে হুজুর হমারা তলব্ দিজিয়ে।

মিঃ বসু। চোপ রও শ্যালা বড্‌মাস, এক মাহিনাকা বি টুমারা টলব বাকি নেহি হায়। যাও শ্যালা, কুছ নেহি মিলেগা, টুম্ হমারা কোট্ চোরি কিয়া, হম্ টুমকো পুলিশ্‌মে ভেজেগা ; শ্যালা টুম্ খাড়া রহো, হাম টুম্‌কো ডেকেগা।

বেহারা। জবান সামাল্‌কে বোলিয়ে হুজুর, এয়সা বদ্‌জবান্ করনেসে হম্‌ভি ছোড়েগা নেহি।

মিঃ বসু। যাও you brute, কুছ্ নেহি মিলেগা, নিকালো হিঁয়াসে জল্‌দি।

বেহারা। হাম্ ভি দেখ্ লেঙ্গে তলব্ লেনে সেকেঁ হিয়ে নেহি।

[প্রস্থান।

মিঃ বসু। আমার আর বাঁচতে সাধ নেই; উঃ কি অপমান! (চিন্তা) এলেন কত আপনার হয়ে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, এখন সে ফিরেও চায় না। উঃ! আমি স্বামী, সে যখন তার কোনও friendএর সহিত engaged থাকবে, সে সময় আমারও সে ঘরে যাওয়া নিষেধ; কি ভয়ানক কথা! মুখে কোনও কথা বলে নাই বটে, কিন্তু দারুণ ভ্রুকুটিতেই আমার শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়। উঃ! আমার কি উপায় হবে? (চিন্তা)

(এলেনের প্রবেশ।)

এলেন। খানসামা—খানসামা—খানসামারে জল্‌দি এক পেয়ালা কফি লেয়াও। (মিঃ বসুর প্রতি) I say Mr. Vasu, will you please explain why you entered my drawing-room, when I was engaged with a gentleman friend of mine without my permission and this was not the first time.

মিঃ বসু। Ellen! Ellen!! My darling! Am I not your husband and was it right on your part

to exclude me from the interviews you had with your European and native friends of the other sex?

এলেন। Oh! Then you suspect my fidelity? Mind Mr. Vasu you are committing a serious offence by insulting a lady, who is your own wife. Now I won't mind to seek redress in the Court of justice.

মিঃ বস্থ। Oh excuse me—excuse me, I meant no offence; I know, you are as pure as the babe-unborn.

এলেন। Enough! Enough!! I am now sick of you and want a separation as soon as possible.

মিঃ বস্থ। Ellen, my darling!—

এলেন। Shut up you nigger, no more of your nonsense.

মিঃ বস্থ। Oh! I beg your pardon, Mrs.—I mean—I mean Miss. Ellen, remember the day, when in England you professed your love to this nigger how fervently, remember what your condition was when I met you in the streets of London; I offered you my help and——

এলেন। Hold your jaw you black brute; you are again going too far; it is unbearable, you must apologise or you shall rue the consiquences.

মিঃ বসু। Oh pardon! pardon!! Mrs. I mean Miss, Ellen, excuse me, I did'nt mean to insult you but I beg of you only to remember the days and not to leave me thus.

এলেন। What a big fool you are! It is an insult to me and to my nationality to insinuate that I ever loved you; I did for a long time take a fancy to you, but it was not so much for your ownself as for your money, which now you have none. So I want to separate as soon as possible. No more words please, we shall meet again in the court, until then everything is at an end between us. Now good-bye.

[প্রস্থান।

মিঃ বসু। উঃ ভগবান! এও অদৃষ্টে ছিল? যাই আর কি হবে? আবার গিয়ে বাবার আশ্রয় নিই গে। আমি হীরা ফেলে দিয়ে কাঁচে যত্ন করেছি। বিমলা! বিমলা! আমি তোমার উপযুক্ত কিছুতেই নই। আমি স্বামী, তোমার গুরু, পায়ে ধরলেও কি আমায় ক্ষমা ক'রবে না? যাই, মিছে ভেবে আর কি করবো? যথাসর্ব্বস্ব বিক্রি করে বাবার পায়ে ধরে টাকা নিয়ে দেনা শোধ দেব, এ পাপ পুরীতে আর এক দণ্ডও থাকব না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ইংরাজটোলার রাস্তা।

রঙ্গিনীগণ।

(গীত)

যেমন আছ তেমনি থাক বাড়তে যেও না।
যেথায় সেথায় বাড়িও না পা সামলে চল না।
কাক হ'য়ে চাও কোকিল হ'তে
সইবে কেন তোমার পাতে,
মিছে কেবল রীতের দোষে পোলে বেদনা।
ফুলের মতন দেখে বদন, আপনি তারে কর যতন,
আনত শিমুল ফুলের নাইক কিছু রূপটি বিনা॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

শিবনাথ ও সিদ্ধেশ্বর।

শিব। সিধে! আজ মামা শালা বড় ঠকিয়েছে বাবা। ছাইভস্ম কম দিলে কি না বাবা খাঁটি, আমার ত বড্ড বমি বমি করছে। ওয়াক্—

সিদ্ধে। সাধে শালা তোকে পেঁচি বলি? যাঃ—

শিব। ওরে দেখ, ওপাড়ার রামকমল গুলিখোরের ছেলেটা ব্যারিষ্টার হয়ে একটা মেম বে করে এনেছিল জানিস্? বাবা এতদিনে তার সাহেবিয়ানার নেশা ছুটে গেছে। শাক ভাতের পেট্ তাতে কারি কাট্‌লেট্ সইবে কেন বাছ?

সিদ্ধে। আমি একদিন বাবা সেই মেম শ্বালীকে তাড়া করেছিলুম; বোধ হয় ছোঁড়াকে খুঁজতে এসেছিল; বোসেদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল তাড়া করতেই কেঁউ কেঁউ করতে করতে ছুট্।

শিবে। ছোঁড়ার এখন কি দশা হয়েছে দেখেছিস? যেন ভিজে বেরালটির মত ঘুরে বেড়ায়, সে গাড্ মাড্, ড্যাম ডোম কিছুই নেই বাবা।

(মিঃ বসুর প্রবেশ।)

ঐ আরে এই যে, নাম করতে করতেই, কে বাবা, গুলিখোর-পুত্তুর ব্যারিষ্টার যে কি বাবা, ধুতি চাদর কেন? ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি গুলা কি নিদেমে উঠেছে নাকি? কোথায় থাক বাবা? বাপের কাছে? রেস্তর যোগাড়ে?

মিঃ বসু। আর কেন আমায় লজ্জা দাও? যা হবার আমার খুব হয়ে গেছে।

সিদ্ধে। বাবা, ছেলেবেলায় কথামালা খানা পড়েছিলে কি? সেই যে বাবা দাঁড়কাক একদিন ময়ূর সেজেছিল, বাবা রাখতে পেরেছিল কদিন? শেষ ঠোকরের চোটে প্রাণটা বেরুল। যে যেমন বাবা তার তেমনই থাকাই ভাল।

মিঃ বসু। আমার যথেষ্ট হয়েছে, এখন আর মুখ দেখানও উচিত নয়।

[প্রস্থান।

শিব। বাবা খুব শিক্ষাটা পেয়েছে যা হোক। সিদ্ধে, আর একবার বোতলটা দেনা যাদু. দেহটা যে ক্ষীণ হ'ল।

(উভয়ের মদ্যপান।)

সিদ্ধে। শিবে! চল বাবা গুলির আড্ডার দিকে যাওয়া যাক, চাট কেড়ে খাওয়া যাবে এখন।

শিব। না বাবা, আড্ডাধারী শ্যালা যে ষণ্ডা, ধরলে বাবা আস্ত রাখবে না। ওরে দেখ, দুটো পণ্ডা ঠাকুর আসিছন্তি, আর বাবা ওদের কাছে কি আছে দেখা যাক্। আসল না হোক সিদেন চাটের খরচাটাও ত হয়ে যাবে বাবা।

(দুই জন উড়িয়া পাণ্ডার প্রবেশ।)

শিব ও সিদ্ধে। বাবা, পণ্ডা ঠাকুর প্রণাম হই বাবা প্রণাম হই। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণ।)

১ম পাণ্ডা। জয় হউক।

শিব। বাবা পণ্ডা ঠাকুর, আমার শূল ব্যাধা হয়েছিল; বাবা তারকনাথের আজ্ঞা হয়েছে, জগন্নাথের প্রসাদ খেতে হবে, বাবা, ঠাকুর, আমার ত যাবে তারে বিশ্বাস হয় না; তুমি দেখছি বাবা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, যদি বাবা দয়া করে একটু প্রসাদ দাও।

১ম পাণ্ডা। দিব বাবু দিব, ইয়ে ত দিবার অছি।

(ভূতলে ঝুলি রক্ষা, শিবনাথ ও সিদ্ধেশ্বরের ঝুলি লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ।)

১ম পাণ্ডা। ইয়ে কি হড়, ঝুড়ি নই কিড়ি কৌটি যাউছি

শিব। এই যে বাবা, ভাবছ কেন? তোমাদের ভালবাসি কি না, তাই এই ঝুলি ভার হতে মুক্ত করলুম।

উভয় পাণ্ডা। দেউ মোর ঝুলি দেউ।

(ঝুলি টানাটানি করণ।)

শিব ও সিদ্ধে। আ---কামড়াব বাবা, চালাকি কর্ম্মো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

১ম পাণ্ডা। ইয়ে দিমড়া মতাড় অছি, ইয়ে জগন্নাথ সদ্দ কাড়ি নিড়।

২য় পাণ্ডা। ইয়ে পয়ড়া ওয়াড়া ভাই---ইয়ে দেখ ইয়ে দেখ--

১ম পাণ্ডা। পড়া খের জাউছন্তি। ([illegible])

(শিবনাথ ও সিদ্ধেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ।)

শিব। (২য় পাণ্ডার দাড়ী ধরিয়া) কোথায় যাবে যাদু? (সুরে) "শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখব বলে হে, তাই এসেছিলাম এ গোকুলে। আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে॥"

সিদ্ধে। (উভয় পাণ্ডার টিকি বন্ধন পূর্ব্বক) বাঃ বাঃ গোপাল, পালা, না হলে কামড়াব বাবা--আঁ-- (উভয়কে তাড়না)

(উভয় পাণ্ডার ঘোরতর গোলযোগ করিতে করিতে টিকি ছিঁড়িয়া যাওয়া ও উভয়ের পলায়ন।)

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ।)

পাহারা। এই, কোন চিল্লাতা হায় রে? চলো থানামে, তুম লোক মাতুয়ারা হুয়া।

শিব। কে বাবা, আমার বৃন্দে নাকি? আমার রাইয়ের খবর কি বাছ?

পাহারা। (শিবনাথকে ধরিয়া) চল্ শালা চল্।

শিব। আগে বলতে হয় বাবা ; তোমার সঙ্গে যে এত নিকট সম্বন্ধ তা তো জানতুম না সোনার চাঁদ।

সিদ্ধে। বাবা প্রেয়সী, এস বাবা, বহুকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা. এস বাবা একটু আলিঙ্গন করা যাক।

(পাহারাওয়ালাকে আলিঙ্গন ও সবলে গালে দংশন. পাহারাওয়ালার শিবেকে ত্যাগ ; শিবে ও সিধের প্রস্থান।)

পাহারা। (গালে হাত দিয়া) শালে মাতুয়ারা জানসে মারা, জুড়িদার হো--এ জুড়িদার,--

[প্রস্থান।

(ফুলওয়ালা ও ফুলওয়ালীর প্রবেশ।)

উভয়ে।— গীত।

তুলেছি সাজি ভরে, যত্ন করে, হাসিভরা কুসুমগুলি।
নিরালায় দু'জন বসে. হেসে হেসে,
গেঁথেছি এ প্রেমের ডালি॥
বালা বাজু চন্দ্রহারে, হার মানাবে ফুলের হারে,
এ হারে পড়বে ধরা, আসবে নাগর,
করবে লো প্রেম আপন ভুলি॥
হাসি ভরা গোলাপ ফুলে, প্রেমিকা যত্নে তুলে,
পরবে চুলে, ছুট্‌বে প্রেমের নূতন নূতন লহরগুলি॥
প্রেমিক এসে সোহাগ ভরে ধরবে বুকে প্রেম পুতলী॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কক্ষ।

মিঃ বসু ও বিমলা।

মিঃ বসু। আমি জানি বিমলা, আমি তোমার উপযুক্ত কোনও মতেই নয়। আমি কাঞ্চন ফেলে কাচের আদর করেছিলেম; বিমলা, আমায় মাফ্ করবে কি?

বিমলা। এ আবার তুমি কোথাকার কথা বলিতে শিখিয়াছেন? আমি তোমাকে মাফ্ করিবে কেমন করে? আমি ত জজের কাম জানেনা।

মিঃ বসু। আর কেন বিমলা আমায় কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দাও? আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

বিমলা। তোমার কোন শিক্ষা হইয়াছে না; আমি তোমাকে ডরি দিয়া এই সহরটা ঘুরাইয়া আনিবে।

মিঃ বসু। হাঁ, সেই আমার উপযুক্ত শাস্তি বটে; লোকেরও তাতে এই উপকার হয়, যে আমার দেখে কেউ আর এমন কাজ করবে না।

বিমলা। ভেবো না আমি তোমাকে (মুখে কাপড় দিয়া হাস্য)

মিঃ বসু। বল বিমলা—বল কি বলছিলে?

বিমলা। আমি তোমায় ঠাট্টা করছিলেম; আমি স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী, আমার কাছে তোমার আবার অপরাধ কি? এর পর কিন্তু আর আমায় ত্যাগ করতে পারবে না।

মিঃ বসু। আবার?—আমার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে। এর পর মৃত্যু বই কেউ আর আমাদের ছাড়াতে পারবে না।

(প্রমদার প্রবেশ।)

মিঃ বসু। প্রমদা! প্রমদা!! তোমার কাছে আর আমার মুখ দেখান উচিত নয়।

প্রমদা। ও আবার কি কথা দাদা? (বিমলার প্রতি) দেখলি লা বড়-বৌ আমি যা বলেছিলেম তাই হ'ল ত?

বিমলা। ঠাকুরঝি! আমি তাই কিন্তু ও সাহেব নিয়ে ঘর করতে পারব না; তোর দাদা, এখন সংসারী হ'লে আর কি করবি বল, তুইই না হয় ওকে নিয়ে থাক্।

প্রমদা। মরণ আর কি, রঙ্গ দেখনা।

(রামকমলের প্রবেশ ও বিমলার প্রস্থান।)

রাম। কি বাবা, এখন, ওর নাম কি, বুঝতে পেরেছ ত? তোমার বাবা শাক ভাতে জন্ম; ও ক্যাভিস ম্যাডরগুল. ওর নাম কি, পেটে সইবে কেন বাপু?

মিঃ বসু। (অধোমুখে) আর কেন আমায় লজ্জা দেন? আমার যথেষ্ট হয়েছে।

রাম। খুব, ওর নাম কি, হয়েছে ত বাবা; যাক্, ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ, এখন, ওর নাম কি, প্রায়শ্চিত্ত টিও করে আবার হিন্দু হয়ে পড়। যত দিন, ওর নাম কি, সেটা না হয় ততদিন বাইরের ঘরটায়, ওর নাম কি, থে'ক এখন।

(প্রসন্নময়ীর প্রবেশ।)

প্রসন্ন। ও ঘরের ছেলে বাইরে থাকতে যাবে কেন? বুড়ো বয়সে গুলি খেয়ে খেয়ে বুঝি এই বুদ্ধি হচ্ছে?

পট-পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল আলোকমালাসজ্জিত রঙ্গোদ্যান।

সুন্দর সাজে সজ্জিত নটীগণ।

রঙ্গে ভঙ্গে সুজন সঙ্গে সাঙ্গ হ'ল রঙ্গের খেলা।
ভাবুক জনে ভাবে মনে, কি রঙ্গে এ সংসার মেলা॥
মদে মত্ত হয়ে ধরাবাসী কত, দিবানিশি রঙ্গ দেখায় কত,
দুর্ব্বলে পীড়ন করে অনুক্ষণ,
সুজনে সতত করেছে হেলা॥
অলস যে জন কল্পনার বশে,
বসি ভূমিতলে উড়ে হে আকাশে
সাগর শুকায় গিরি লয় হয়,
চাঁদিমা লইয়া করে হে খেলা।
নাগিনী অঙ্গে হেরি রূপরাশি,
আদরে হৃদয়ে ধরে কেহ হাসি,
চাহিলে সময় হইয়া নিদয়, ঢালিলে গরল পায় সে জ্বালা॥

যবনিকা।

মুদ্রাঙ্কণের পর রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানীর অভিনয়ার্থ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসু কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত গীত কয়খানি রচিত হয়।

(পুস্তকের প্রস্তাবনার গীতখানির পরিবর্ত্তে এইখানি গীত হইবে।)

ডিকামেশানের ধার ধারিনে ডিকাউ করি সেই নিগারে।
ডিয়ার ডিয়ার মুখে, বুকে বিষের ছুরি যে এল মারে॥
বাবুদের লম্বা কোঁচা, কেবল আঁচা, আঁচাতে ভার হ'ল বাঁচা,
(এখন) বাল্মীক হোমারনাইক কেয়ার, ওঠরে দেয় তাই ডুলোর মারে।
গদ্যে পদ্যে যেমন হেলা, তেমনি দেখি সভার মেলা,
সভায় সবায় ধুলো পরিমাণ, কার গুণ আর কইব কারে॥
সমাজপতি জেলে নিতাই, (বাবুদের) তাতে ত ভাই সাড়াটী নাই,
আমাদের দেয় যে দোহাই, বল কি করি নিয়ে তারে॥
মুখেতে দেশের হিত, কচ্ছে বলে কতই অহিত,
এর কি হয় না বিহিত, কভো ছেটো, না হয় কভো মারে॥
আসল ফেলে নকল নিয়ে, রাখে সবাই ধাঁধা দিয়ে,
বহুৎ আচ্ছা, ছবি সাঁচ্চা, দরত বাঞ্ছা, কদর করে।
লয়া শিক্ষে, তোলো সিকের, শিখিয়ে দেন খোরে খারে॥

(১৮ পৃষ্ঠার, ৩য় গর্ভাঙ্কের পর, পটপরিবর্ত্তন—দৃশ্য, হেদুয়ার মোড়; ছাত্রগণের প্রবেশ ও গীত)

মেজাজ তর্ হয়ে গিয়েছে আত্মা তর্ হয়ে গিয়েছে।
যে অবধি সখের প্রাণ কোকেন্ ধরেছে॥
গাঁজা, গুলি, আফিম, মদ, সে সব নেশা বড়ই বদ,
কোকেন্ এখন নেশার সেরা: স্যার যে বলেছে।
লিবারেল এ্যাক্‌শানের জোরে (কত) এম ডি ভেসেছে॥
[প্রস্থান।

(১৩ পৃষ্ঠায়, ২য় গর্ভাঙ্কে ... ... পূর্ব্বে রমণীগণের প্রবেশ ও গীত)

কেবল আই চাই আই চাই আই চাই সই।
সাধের নাগর নিগার জ্ঞান, শাদা গুঁড় বই ॥
লুকিয়ে চুরিয়ে খাইলো কোকেন্,
শাশুড়ী যে তবুও বকেন্, (ছি! ছি!! ছি!!!)
পাড়ার লোকে পোড়ার মুখে, কতই করে হৈ চৈ ॥

[প্রস্থান।

(২৬ পৃষ্ঠায়, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্কের পর, পটপরিবর্ত্তন—দৃশ্য, টাউন হলের সম্মুখ। মেয়ে কমিশনারগণের প্রবেশ ও গীত)

এখন হি গিয়ে ভাই শি-য়ের বল বেশী।
নইলে কেন সাধ হয় লো ঘুন্সি ফেলে, মুন্সিপালের চেয়ারেতে বসি ॥
বাবুদের হেড্টা গরম্, নাইকো শরম্, ভাসিয়ে দিয়ে ধরম্ করম্,
বাজে কথায়, কাল্টা কাটায়, ফল্ হ'ল আঁখি জলে ভাসি ॥
লেক্চার—কেবল বেজার, বাজে কথায় বকুনি সার,
বুঝলে কিছু, হ'লে নিচু, হায় কি ছিল শেষাশেষি ॥

(... শেষ গানখানির পরিবর্ত্তে এইখানি গীত হইবে।)

বাঃ বাঃ বাঃ—কি বাহার্, কি বাহার্, কি বাহার্।
বল দেখি ভাই কেমন হ'ল কেমন ছবি মজাদার ॥
নরম্ গরম্ মশ্লা দিয়ে, রাস্কেলে আক্কেল্ দিয়ে,
যে ছবিটী ধরলু চখে, সমজে নাও ভাই সমজ্দার ॥
কাজ কি আর বেশী কথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
থাক্ হ'ল ভাই হিঁদুর সমাজ, থাক্ তো সয়েনা আর।
এখন অল্ রাইট্—গুড্ নাইট্—বড়দিনে নমস্কার ॥

গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।—
২৫শে ডিসেম্বর, সোমবার ১৯০০ (Christmas Eve.)